এই সেই রাজীব হে রাজীবলোচন।
এই কীর্ত্তি তোমার ঘুচিবে ত্রিভুবন।।
অকাল-বোধন করে রাম দয়াময়।
কস্তুরী কুসুম পেয়ে দেবী তুষ্টা হয়।।
বসন্তে বাসন্তী-দুর্গা পূজিত সবায়।
রাম হ'তে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা হয়।।
সেই নীলপদ্ম ফুল এই কলিকালে।
কস্তুরীর ফুল বিলে সাজি সেই ফুলে।।
এ বড় দুঃখের ফুল দুঃখের সময়।
হৃদয় ধরিলে হয় ভক্তি প্রেমোদয়।।
তাহা শুনি রাখালেরা ডাকে মা! মা! করি।
প্রেমানন্দে বলে 'জয় রাম দুর্গা হরি'।।
শ্রীহরির ফুলসজ্জা কস্তুরী কুসুমে।
রাখালের আনন্দ যেন বৃন্দাবন ধামে।।
শ্রীহরির ফুলসজ্জা ভুবন মোহন।
হরি ঘিরি করে সবে হরি সংকীর্ত্তন।।
রত্নডাঙ্গা বিল-কুলে রত্ন উপজিল।
তারকের মহানন্দ হরি হরি বল।।

বিদ্রোহী বালক হরিচাঁদ

বৈষ্ণবের সেবাব্রতী প্রভু যশোবন্ত।
বৈষ্ণব সেবাতে মন তাঁহার একান্ত।।
গৃহেতে বৈষ্ণব যদি আসিত কখন।
সগোষ্ঠী সকলে মিলি করিত পূজন।।
সরল উদার প্রাণে মনে নাহি ধাঁ ধাঁ।
দোষী কি নির্দোষ হোক নাহি কিছু বাধা।।
পিতার আদেশে সেবা করে ভাই চারি।
হরিচাঁদে নিয়ে বটে গোলযোগ ভারী।।
পদরজঃ দূরে থাক্ দণ্ডবৎ নাই।
প্রহার পীড়ন কর যথাপূর্ব তাই।।
যশোবন্ত বলে, 'হরি! রজঃ মাখ অঙ্গে।
অলক্ষিতে চলে হরি চাহিয়া অপাঙ্গে।।
ইঁদুরের তোলা মাটি অঙ্গে মাখি তাই।
বলে 'মাখিয়াছি রজঃ তুমি দেখ নাই'।।
অন্তরে ব্যথিত পিতা মনে করে ক্ষোভ।
জানে না সোনার পুত্র বিশ্বের গৌরব।।
বৈষ্ণবের কুটিনাটী খণ্ডনের তরে।
যেজন আইল ভবে নরদেহ ধরে।।
সে কেন মানিবে ভণ্ড বৈরাগীর দল?
বিধিভ্রষ্ট বৈষ্ণবেরে দিবে প্রতিফল।।
ঝোলা রাখি বৈষ্ণবেরা স্নানে, পানে যায়।
উজাড় করিয়া ঝোলা ঠাকুর ফেলায়।।
মনে মনে বলে 'হারে ভেকধারী ভণ্ড।
ভাবে করো চোরাচুরি এমনি পাষণ্ড।।
পাপের বেসাতি সব ঝোলার ভিতর।
ঝোলা ফেলে খোলা হ'য়ে নাম করো সার'।।
দুরন্ত অশান্ত পুত্রে পিতা দেয় দণ্ড।
কেঁদে বলে হরিচাঁদ "বৈরাগীর ভণ্ড"।।
কমল-নয়নে জল কমলার পতি।
বিশ্ব-টলে কোথা লাগে অন্নপূর্ণা-পতি?
শূন্য-বক্ষ যশোবন্ত হরিচাঁদে ধরে।
পরম যতনে রাখে বক্ষের উপরে।।
পিতৃ-কোলে থাকি হরি ক্রোধ করি বলে।
'ভণ্ডবেটা বৈরাগীরা দূরে যা রে চলে'।।
সভয়ে বৈষ্ণব কত দূরে চলে'।।
সভয়ে বৈষ্ণব কত দূরে চলে যেত।
যশোবন্ত ভক্তি-গুণে কেহবা রহিত।।
বৈষ্ণবেরে দেখি করে হেন আচরণ।
রামকান্ত এলে করে শ্রীপদ পূজন।।
কিন্তু অন্তরেতে রামকান্তে লয়ে যে'ত।
আপন মনের কথা প্রকাশি কহিত।।
কান্তে প্রণমিয়া বলে 'গুরু তুমি মম।
ত্রিভুবনে শুদ্ধ নাহি কেহ তব সম'।।